গাংনীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু

মুজিববর্ষ উপলক্ষে পরিচ্ছন্ন গ্রাম পরিচ্ছন্ন শহর কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ চত্তরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশ নেন সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব হোসেন, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদ হোসেন সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গোটা উপজেলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্তার কার্যক্রম চলছে।

মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব‘র ভিডিও কনফারেন্স

মুজিব বর্ষ পালন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়সার এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়সার দেশের সকল বিভাগ ও জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার, আরিফুলের জামিন

বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মধ্যরাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একবছরের সাজা পাওয়া সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যান জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে এই সাংবাদিককে সাজা দেয়ার পেছনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার সকালে বাংলা ট্রিবিউনের কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনের আবেদনের পর কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা তাকে জামিন দেন। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেনকে আইনজীবী নিয়োগ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আরিফ মুক্ত হওয়ার পর জানিয়েছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তার কাছে একটি ওকালতনামা পাঠায়। তাকে বলা হয় পরিবার পাঠিয়েছে। এই কথা বলে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। তবে পরিবারের কেউ ওকালতনামায় স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কাগজ পাঠাননি।

গত শুক্রবার (১৩ মার্চ) মধ্যরাতে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে স্ত্রী- সন্তানদের সামনে থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আরিফুল ইসলামকে। তার বাসায় আধা বোতল মদ ও দেড়শ’ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ আনা হয়। এরপর গভীর রাতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। সূত্র-

বণিক বার্তা

এ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা বলছেন, অবস্থা বেগতিক দেখার পর জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন নিজের লোকজনদের দিয়ে আরিফের পরিবারের সঙ্গে কথা না বলেই কৌশলে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে জামিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যদিও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

এদিকে অভিযুক্ত জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনের সম্পৃক্ততা ও আচরণের অসঙ্গতির প্রমাণ পাওয়ায় তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার (১৫ মার্চ) সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ‘শুধু ডিসি নয়, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য যেসব কর্মকর্তা জড়িত ছিল নিজ নিজ ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনমনে শনিবার থেকে যত প্রশ্ন উঠেছে সব প্রশ্নের সত্যতা তদন্তে পাওয়া গেছে।’

এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এক-দুজন কর্মকর্তার দায় সরকার বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নেবে না।’

বিভাগীয় কমিশনারের খসড়া প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবেদন কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবো। খসড়াতে যা দেখেছি সেটাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন হবে। যেহেতু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর তাই আদেশে তার স্বাক্ষর লাগবে। ফলে দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটি এখনই বলা ঠিক হবে না।’

আরিফের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তিনি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। যেহেতু প্রতিবেদনে সব উল্লেখ আছে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি সেহেতু একসময় তিনি নির্দোষ প্রমাণ হবেন।’

কুড়িগ্রামের ডিসিকে প্রত্যাহার করা হবে: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও সাজা দেয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

রোববার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ওই ঘটনার তদন্ত করিয়েছি। এতে ডিসির বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাকে প্রত্যাহার করা হবে। এর পর তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হবে। কর্ম অনুযায়ী তার শাস্তি হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সংশ্লিষ্ট ফাইল অনুমোদন করলে ডিসিকে প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ।

‘তদন্তে অনেক অনিয়ম দেখেছি। বিভাগীয় প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অহেতুক সেখানে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার সত্যতা পেয়েছি; বিধায় ডিসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে’-যোগ করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। সূত্র- যুগান্তর

শুক্রবার মধ্যরাতে কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে আনেন জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিন্টু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট। তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, মাদকবিরোধী অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ৪৫০ গ্রাম দেশি মদ ও ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে সাংবাদিক আরিফের স্ত্রী মোস্তারিমা সরদারের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে একদল লোক দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে

ঢুকে ‘তুই খুব জ্বালাচ্ছিস’ বলে আরিফুলকে পেটাতে থাকে। এ সময় তাকেও গালাগাল করা হয়। একপর্যায়ে কয়েকজন মিলে টেনেহিঁচড়ে আরিফকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে জামাও পরতে দেয়া হয়নি। সকালে তিনি জানতে পারেন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে আরেক দফা মারধরের পর সাজানো অভিযোগে আরিফুলকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পরে শনিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারকে ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়। রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার কেএম তারিকুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানাকে।

এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী রোববার সকালে জানিয়েছিলেন, বিভাগীয় প্রতিবেদনটা আমাদের কাছে আসবে। সেটি যাচাই করে একটি সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটা পদক্ষেপ আমরা নেব। দুপুরের পর হয়তো যে সিদ্ধান্ত নেয়ার আমরা নিতে পারব।

স্থানীয়রা জানান, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিউজ করার পর থেকেই ডিসি আরিফের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন।

বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা সুলতানা ২০১৮ সালের ৩ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার ডিসির দায়িত্ব নেন।

এদিকে কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুজাউদ্দৌলা রোববার সাংবাদিক রিগানের জামিন মঞ্জুর করেছেন। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাদণ্ড দেয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদনও হয়েছে।

সাংবাদিক পোলেনের বাড়িতে হামলায় মেহেরপুর জেলা

প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশ প্রতিদিনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন এর বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে জেলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটি গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা করেছে।

জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজমের সভাপতিত্বে সভায় দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গত শুক্রবার ১৩ ই মার্চ রাত দশটার দিকে কালো কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা একদল দুর্বৃত্ত পোলেনের বাড়ীর গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বাড়ির অভ্যন্তরে ইট পাথর ছুড়ে মারার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সেই সাথে সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা ওপ্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

একইসাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হামলার সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে বিচার প্রক্রিয়া করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় জেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নাসের চৌধুরী চ্যানেল সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, নির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান সহ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা আইলহাস ইউনিয়নের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে “পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর” বাস্তবায়নে আইলহাঁস ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডে সকাল হতে রাস্তাঘাট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গতকাল শনিবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী আইহাস ইউনিয়ন পরিষদে পৌছালে ইউপি চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুল মালেক।

এ ছাড়াও উপস্থথিত ছিলেন ইউপি সচিব হাফিজুর রহমান, ইউপি সদস্য হাফিজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, হানিফ আলী, আজিজ আহম্মদ সুজন, টিটন আলী, বখতিয়ার হোসেন, আইনুদ্দিন, তারাচাদ, ওল্টু মিয়া, মহিলা সদস্য ফরিদা পারভীন, হাবিবা বেগম, সগরি খাতুন, উম্মে ছালমা প্রমুখ।

এ সময় প্রধান অতিথি নির্বাবী অফিসার ইউনিয়নের গুরুত্ব পুর্ণ জায়গায় ডাস্টবিন দিয়ে ময়লা আবর্জনা ফেলার আহবান জানান। স্কুল, বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ চত্তর, সহ গুরুত্ব পুর্ন এলাকায় ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য অনুরোধ করেন।

ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক এর সহয়তায় ডাস্টবিন তৈরি করে তা বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া নির্বাহী অফিসার ছাত্র- ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ, অপরিষ্কার বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করানো হয়েছে।

তিনি ধারাবাহিক এরুপ অভিযান পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান।

আলমডাঙ্গায় নারী মাদক ব্যাবসায়ীর সাথে আপত্তিকর অবস্থায় একজন আটক

আলমডাঙ্গা ওসমানপুর গ্রামে ৩ সন্তানের জননী বেদানা খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গা মাদ্রসাপাড়ার ২ সন্তানের জনক জাহিদুলকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করেছে বেরসিক জনতা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে জাহিদুল আলমডাঙ্গা থেকে ওসমানপুর গ্রামে

বেদানাল নিকট গেলে এলাকাবাসি আপত্তিকর অবস্থায় তাদের আটক করে উত্তম মাধ্যম শেষে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের ঠান্ডু মালিথার ছেলে জাহিদুল ইসলাম(৩০)দীর্ঘদিন ধরে আলমডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়া বসবাস করে। জাহিদুল আলমডাঙ্গা কাঁচা বাজারে কাঁচামাল ব্যবসা করে।

শুক্রবার রাতে জাহিদুল তার স্ত্রীর নিকট বলে যায় টাকা আদায় করতে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর ওসমানপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী ৩ সন্তানের জননী বেদানা খাতুন (৪০)’র ঘরে যায়। বেদানার ঘরে যাওয়ার পর এলাকাবাসি জাহিদুল ও বেদানাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে উত্তম মাধ্যম দেয়।

তাদের দুজনকে আটক করেছে এমন সংবাদে বেদানার বাড়ির সামনে মানুষ ভিড় জমায়। সংবাদ পেয়ে ওসমানপুর ক্যাম্প পুলিশ তাদেরকে আটক করে আলমডাঙ্গা থানায় নিয়ে আসে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) স্বপন কুমার দাস জানান, ওসমানপুর গ্রামবাসি তাদেরকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করেছে এমন সংবাদ পেয়ে দ্রুত ওসমানপুর ক্যাম্প পুলিশের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা থানায় নিয়ে আসি।

তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দর্শনার জয়নগরে ভাইরাসের কারনে চেকপোস্টে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার জয়নগর চেকপোস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যাস্ততম স্থলবন্দর। আর এই চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে এক থেকে দুই হাজার মানুষ।

দর্শনার জয়নগর চেকপোস্ট দিয়ে যাতায়াত সহজ হওয়ার কারনে অনেকটা

ভীড় দেখা যায় এই চেকপোস্টে।

কিন্তু চীনে উদ্ভাবিত নতুন প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস যা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে এজন্য দর্শনার জয়নগর চেকপোস্টে এপার ওপারের যাত্রী আসা- যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নতুন করে কেউ আসা যাওয়া করতে পারছে না এই চেকপোস্ট দিয়ে। অনেক ফাকা হয়ে গেছে জয়নগর চেকপোস্ট। যা এর আগে কখনো দেখা যায় নি।

এবিষয়ে দর্শনা জয়নগর চেকপোস্টে দায়িত্বরত আফিসারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস যাতে আমাদের দেশে অন্য মানুষের দ্বারা প্রবেশ করতে না পারে এজন্য নতুন সকল এপার ওপার আসা যাওয়া যাত্রীদের আমরা প্রবেশ করতে দিচ্ছি না।

তবে অনেকে নিজে থেকেই আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ হেফাজতে জাহিদুল হাসান ওরফে জাহিদ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের পরিবারের দাবী পুলিশ জাহিদকে আটকের পর শারীরিক নির্যাতন করে। পুলিশের দাবী আটক যুবক মাদকাসক্ত। তাকে আটকের পর সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

তিনি দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মৃত লাল মোহাম্মদের ছেলে।

নিহতের ভাই জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জাহিদকে আটকের পর পুলিশ জনতার সামনেই তাকে মারপিট করে। এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিহতের মামী দাবী করেন, পুলিশের নির্যাতনের পর জাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়লেও পুলিশ তাকে টেনে হেচড়ে গাড়িতে তোলে। এর ফলে তার মৃত্যু হতে পারে।
নিহতের স্ত্রী লিপি খাতুনের দাবী, তার স্বামী আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাই পুলিশকে দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তার স্বামীকে হত্যা করেছে।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক জানান, শনিবার বিকালে গোপন সংবাদে দামুড়হুদার জয়রামপুর রেলস্টেশন এলাকা থেকে জাহিদ ও হাবিব নামের দু’যুবককে আটক করে।

তাদের কাছ থেকে দুই বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। আটকের পর তাদেরকে থানায় নেয়ার পতে জাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় জাহিদ।

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি ও কুঠিপাড়া গ্রামে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আওতায় আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি ও কুঠিপাড়া গ্রামে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযান উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলী। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইলহাঁস ইউপি চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক। অভিযানে দুটি গ্রামের নারী-পুরুষ অংশ নেন। পরে এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অর্ধশতাধিক ডাস্টবিন প্রদান করা হয়।

গতকাল শনিবার সকাল ৭টায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সামনে রাস্তার ওপর থেকে শুরু হয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

গ্রামবাসিরা নিজেদের উদ্যোগে গ্রামের রাস্তাঘাট ও সড়কের পাশের স্থানগুলো পরিস্কার করেন। পরে ঘোলদাড়ি গ্রামে চলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী ও ইউপি চেয়ারম্যান অ্যঅডভোকেট আব্দুল মালেক গ্রামদুটির গুরত্বপূর্ণ স্থান পরিচ্ছন্নতা শেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এসে ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নিয়ে আলোচনা করেন।

পরে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শর্ধশতাধিক ডাস্টবিন প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, গ্রামবাসি প্রত্যেকে যদি তার নিজের আঙ্গিনা, নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা পরিস্কার রাখেন এবং রাস্তায় পানি ছিটিয়ে দেন তাহলে পুরো গ্রাম পরিস্কার রাখা কঠিন কিছু নয়।

সকালে নিজের বাড়ির উঠোন পরিস্কার করার সময় যদি বাড়ির আশপাশ আঙ্গিনা ও রাস্তা পরিস্কার করেন তাহলে দেখবেন আপনার পুরো গ্রামটি পরিচ্ছন্ন থাকবে। যে কোনো আবর্জনা ফেলবেন নিকটের ডাস্টবিনে।